اَحْكَامُ الْمَزَارِ

আহকামুল মাযার

(মাযারের বিধান)

পেশ কালাম

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মুসলিম বিশ্বে অসংখ্য নবী অলীদের রওযা ও মাযার শরীফ বিদ্যমান। এসব মাযার ইসলামী নিদর্শন। এসব মাযার যিয়ারত করে মুসলমানগণ হিদায়াত প্রাপ্ত হন। এগুলো মুসলমানদের মিলনক্ষেত্র ও ঐক্যের প্রতীক। আমরা তাঁদেরকে চোখে দেখিনি। মাযারসমূহ দর্শন করে বিদগ্ধ মন শান্তিলাভ করে। আত্মার শক্তি বৃদ্ধিতে এসব মাযার যিয়ারত চুম্বুকের ন্যায় কাজ করে। পরকালের স্মৃতি মানস পটে ভেসে উঠে। আত্মার সাথে আত্মার সংযোগ ঘটে। তাই নবী করিম (দঃ) তাঁর রওযা মোবারক ও অন্যান্য মাযার ও কবর যিয়ারতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হাদীস শরীফে নবীজীর রওযা মোবারকের যিয়ারতের ফযিলত বর্ণনা করে এরশাদ করেন ঃ

مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ –

(মান যারা ক্বাবরী ওয়াজাবাত লাহু শাফাআতী)

অর্থাৎ-"যে ব্যক্তি আমার কবর (রওযা) মোবারক যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে"।

অন্যান্য ক্বর (মাযার) যিয়ারত সম্পর্কে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন।

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ –

اَلَا فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ –

অর্থাৎ "আমি প্রথম দিকে তোমাদেরকে কবর (মাযার) যিয়ারত করতে নিষেধ করতাম। (কেননা, এসম্পর্কে আমার কাছে তখনও ওহী আসেনি)। এখন বলছি- তোমরা কবরসমূহ যিয়ারত কর। কেননা কবর যিয়ারত

www.sunnibarta.com

পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"-(আল-হাদীস)

আল্লাহ পাক তাঁর গযবে পতিত স্থান ও জনপদগুলো ভ্রমন করার জন্য কুরআন মজিদে নির্দেশ করেছেন। যথা-

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ

"হে প্রিয় রাসূল! আপনি বলে দিন, তোমরা পৃথিবীময় ভ্রমন করে দেখো- মিথ্যা আরোপকারীদের পরিনাম কত ভয়াবহ হয়েছিল"। -(আল কোরআন)

অপরদিকে আল্লাহ তায়ালা ঐসব দিনগুলোকে স্মরণ করতে বলেছেন, যে দিনগুলোতে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের উপর অপার অনুগ্রহ করেছেন। যেমন- হযরত আদম (আঃ)-এর তৌবা, হযরত নূহের (আঃ) নাজাত, অগ্নিকুণ্ড হতে হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) মুক্তি, হযরত মুছার (আঃ) নীলনদ অতিক্রমের ঘটনাবলী, শবে ক্বদরে কুরআন নাযীল, রাহমাতুল্লিল আলামীনের (দঃ) জন্ম দিবস বা মিলাদ দিবস এবং আউলিয়ায়ে কেরামের স্মরণীয় দিনসমূহ ইত্যাদি। এগুলো স্মরণ ও পালন করার জন্য আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এরশাদ করেন-

وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ + اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ-

"হে প্রিয় রাসূল! আপনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির দিনগুলো। নিশ্চয়ই এগুলোতে রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞজনদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন"। (সুরা-ইব্রাহীম আয়াতঃ ৫)

উক্ত আয়াতের বিশ্লেষণে তাফসীরকারকগণ বলেছেন ঃ নবী ও ওলীদের উপর যেসব অনুগ্রহ দান করা হয়েছে- সেগুলো স্মরণ করা, সেসব স্থান ভ্রমণ করা ও সেগুলোর স্মৃতি স্থাপন করা আল্লাহর দিবসসমূহ স্মরণ করার মধ্যে শামিল (তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফান)।

খোদার গযবপ্রাপ্ত স্থান ও কওমের পরিনাম দর্শনের উদ্দেশ্যে পৃথিবীময় ভ্রমণ করার নির্দেশ যেমন কুরআন মজিদে দেয়া হয়েছে, তেমনিভাবে নেককার ও অনুগ্রহ প্রাপ্তদের দিনসমূহ ও স্থান সমূহ স্মরণ করা, পালন করা এবং তথায় গমন করার নির্দেশও কুরআন মজিদেই এসেছে। সুতরাং, আল্লাহ্‌র অলীগণের জন্ম-মৃত্যু দিবসসমূহ স্মরণ করা, পালন করা ও তথায় গমন করা সবগুলোই উক্ত আয়াতের মধ্যে শামিল রয়েছে। আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারসমূহ যিয়ারত

www.sunnibarta.com

করা, তাঁদের জন্ম-মৃত্যু স্মরণ করা ও পালন করার লক্ষ্যেই "উরস ও মাযার" প্রসঙ্গে অত্র "আহকামুল মাযার" গ্রন্থের প্রতিপাদ্য রচিত হয়েছে। যিয়ারত সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যেই মাযার সংরক্ষণ ও যিয়ারতের অন্যান্য আনুসঙ্গিক সুবিধাদি প্রদানের প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়।

তাই কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াছের আলোকে মাযারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ইসলামী সমাধানের লক্ষ্যে দশটি অধ্যায়ে অত্র "আহকামুল মাযার বা মাযারের বিধান গ্রন্থখানি রচিত হলো। বর্তমানকালে মাযার ও উরসের বিরূদ্ধে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে পেট্রো-ডলারের বদৌলতে। বাতিল ফের্কাগুলোর এক নম্বর টার্গেট হচ্ছে অলী আল্লাহদের মাযার ও উরস। তারা মাযারসমূহ ও স্মৃতিচিহ্ন সমূহ ধ্বংস করার নিমিত্তে একজোট হয়ে আক্রমণ শুরু করেছে। জনসাধারন অলী ও মাযার ভক্ত হলেও অসহায়ের মতই তাদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছে। ওহাবীরা আরবের মাযারসমূহ ধ্বংস করে এবার বাংলাদেশের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। অজস্র অর্থ আসছে মাযার বিরোধী বই রচনা করার জন্য। বিনা মূল্যে অথবা স্বপ্ন মূল্যে ৫টি বইয়ের সেট বিতরণ করা হচ্ছে। এ তুফান মোকাবেলা করার জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস "আহকামুল মাযার" গ্রন্থখানি। অলীভক্ত এবং নবী প্রেমিক ভাই-বোনদের দোয়া ও সহযোগিতা, আউলিয়ায়ে কেরামের ফয়েয ও বরকত-ই আমার পাথেয়। আমীন! ছুম্মা আমীন!

বিনীত

গ্রন্থকার

BANGLADESH JUBOSENA

www.sunnibarta.com

গ্রন্থ রচনার পটভূমিকা

বার্মা সরকার স্থানীয় দেওবন্দী ওলামাদের মতামতের ভিত্তিতে বার্মায় অবস্থিত শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের মাযারসহ অন্যান্য অলীগণের মাযার ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে সাথে মুলমেন (বার্মা)-এ অবস্থিত হযরত শাহ নাসির আহমদ আল-কাদেরী আল আত্তাসী (রহঃ)-এর মাযার ভাঙ্গারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উনার মুরিদ তৎকালীন বিএনপি সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী অলী আহ'মদ বীর বিক্রম ও মহাখালী হোসাইনিয়া মাদ্রাসার সিনিয়র মুদাররিছ মাওলানা আবদুল বাতেন, জনৈক উকিল আবদুল মালেক এবং হযরত নাসির আহমদ (রহঃ)-এর পুত্র বর্তমান গদ্দীনশীন শাহ হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াছিন সাহেবগণ মাযার সম্পর্কীত একটি ফতোয়া উর্দূতে আমার কাছ থেকে লিখিয়ে নেন ১৯৮৯ ইং সালে। নাম দেওয়া হয় اَحْكَامِ مَزَارْ (আহকামে মাযার)। এই ফতোয়া বার্মা সরকারের নিকট পেশ করা হলে সরকার মাযার ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকে। শাহ নাসির আহমদ (রহঃ) এর মাযার এখনও অক্ষত রয়েছে। আল হামদুলিল্লাহ! উক্ত উর্দূ ফতোয়ার বাংলা অনুবাদই বর্তমান 'আহ্কামুল মাযার'। সে সাথে উরস অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে। আল্লাহ পাক অলীগণের উছিলায় আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং মুসলমান ভাইদেরকে উপকৃত করুন। আমীন! বিহুরমাতি সাইয়িদিল মুরসালীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া আছহাবিহী আজমাইন)।

(হাফেয মাওলানা) মুহাম্মদ আবদুল জলিল
(এম এম, এমএ, বিসি এস)
সাবেক ডাইরেক্টর, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।
মহাসচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।
তাং ৩রা শাওয়াল ১৪১৬ হিজরী
২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ইংরেজী
১১ই ফাল্গুন, ১৪০২ বাংলা।

www.sunnibarta.com

শানে আউলিয়া

١। يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ -

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আরো আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে নির্দেশদানের যোগ্য মহান ব্যক্তিদের" (সুরা নিছা, আয়াত নং ৫৯)। " উলুল আমর" হচ্ছেন ন্যায়পরায়ন শাসক, মুজতাহিদ ও আউলিয়ায়ে কেরামগণ। তাঁদের আনুগত্য করাও ফরয।

٢। يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহর পথে উছিলা তালাশ কর" (সুরাঃ মায়িদা, আয়াত নং ৩৫)। উছিলা অর্থ অলী-আল্লাহ্।

٣। يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সাদিকীনের (অলীগণের) সঙ্গ লাভ কর" (সুরা-তওবা, আয়াত নং-১১৯)। কেননা, তারা ঈমান ও আমলের রক্ষক।

٤। اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ

"জেনে রেখো! নিশ্চয়ই আল্লাহর অলীগণের জন্য ভবিষ্যতের কোন প্রকার ভয় নেই এবং অতীতের জন্যও তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবেন না।" (সূরা ইউনুছ ৬২ আয়াত)

٥। لَايَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِيْ يَأْخُذُ بِهِ وَرِجْلَيْهِ الَّذِيْنِ يَمْشِيْ بِهِمَا

www.sunnibarta.com

وَاِذَا سَأَلَنِيْ شَيْئًا لَاُعْطِيَنَّهُ (مشكوة شريف)

"আমার বান্দা নফল ইবাদাতের মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। ফলে আমি তাঁকে মুহাব্বত করতে থাকি। যখন সে আমার মাহবুব বা মুহাব্বতের পাত্র হয়ে যায়, তখন আমি তাঁর কান হয়ে যাই- যা দিয়ে সে শুনে। আমি তাঁর চোখ হয়ে যাই- যা দিয়ে সে দেখে। আমি তাঁর হাত হয়ে যাই- যা দিয়ে সে ধরে। আমি তাঁর পা হয়ে যাই- যা দিয়ে সে চলে। যখন সে আমার কাছে কিছু চায়, আমি অবশ্য অবশ্য তাঁকে সে জিনিস দিই"। (হাদীসে কুদ্‌ছী, মিশকাত ও বুখারী শরীফ)।

অলীগণের দোয়ার গ্যারান্টি আছে। এই অবস্থাকে ফানাফিল্লাহ্ বলা হয়।

৬। عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ اَشْعَثَ اَغْبَرَ مَدْفُوْعٍ عَنِ الْاَبْوَابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهٗ- (رواه مسلم)

"হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেছেন- এমন অনেক উসকো খুসকো চুল ও ধুলা মলীন বিশিষ্ট ওলী আছে, যাদেরকে মানুষের দরজা হতে বিতাড়ন করা হয়, অথচ তাঁরা যদি আল্লাহর কাছে কিছু দাবী করে বসে, তাহলে আল্লাহ্ তাঁদের সে দাবী অবশ্যই পূরণ করেন" (মুসলিম শরীফ)

৭। مَنْ عَادَلِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ -

" যে ব্যক্তি আমার অলীর সাথে শত্রুতা করে, আমি তাকে যুদ্ধের জন্য আহবান জানাই" (বুখারী ও মিশকাত শরীফ)

৮। عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ قَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْاَبْدَالُ يَكُوْنُوْنَ بِالشَّامِ وَهُمْ اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ اَبْدَلَ اللّٰهُ مَكَانَهٗ رَجُلًا

www.sunnibarta.com

يُسْقَى بِهِمُ الْغَيْثُ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْاَعْدَاءِ وَيُصْرَفُ عَنْ
اَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ (مشكوة)

"হযরত আলী (কঃ ওয়াজঃ) বর্ণনা করেন- আমি নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি যে- শামে চল্লিশ জন আবদাল হবেন। তাঁদের মধ্যে কেউ ইন্তেকাল করলে অন্য লোক দিয়ে আল্লাহ্ সেস্থান পূরণ করবেন। তাঁদের উছিলায় বৃষ্টি বর্ষিত হবে, শত্রুদের উপর তাঁদের উছিলায় বিজয় লাভ হবে এবং তাঁদের উছিলায়ই শামবাসীদের উপর থেকে আযাব দূরীভূত হবে।" (মিশকাত)

(শামঃ সিরিয়া, জর্দান, লেবানন, ফিলিস্তিন ও ইরাক এর সম্মিলিত নাম)

৯। عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَمِأَةِ نَفْسٍ عَلٰى قَلْبِ اٰدَمَ- وَلَهٗ اَرْبَعُوْنَ قُلُوْبُهُمْ عَلٰى قَلْبِ مُوْسٰى- وَلَهٗ سَبْعَةٌ قُلُوْبُهُمْ عَلٰى قَلْبِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَلَهٗ خَمْسَةٌ قُلُوْبُهُمْ عَلٰي قَلْبِ جِبْرَائِيْلَ- وَلَهٗ ثَلٰثَةٌ قُلُوْبُهُمْ عَلٰي قَلْبِ مِيْكَائِيْلَ- وَلَهٗ وَاحِدٌ قَلْبُهٗ عَلٰى قَلْبِ اِسْرَافِيْلَ- كُلَّمَا مَاتَ الْوَاحِدُ اَبْدَلَ اللّٰهُ مَكَانَهٗ مِنَ الثَّلٰثَةِ وَكُلَّمَا مَاتَ الْوَاحِدُ مِنَ الثَّلٰثَةِ اَبْدَلَ اللّٰهُ مَكَانَهٗ مِنَ الْخَمْسَةِ وَكُلَّمَا مَاتَ الْوَاحِدُ مِنَ الْخَمْسَةِ اَبْدَلَ اللّٰهُ مَكَانَهٗ مِنَ السَّبْعَةِ وَكُلَّمَا مَاتَ الْوَاحِدُ مِنَ السَّبْعَةِ اَبْدَلَ اللّٰهُ مَكَانَهٗ مِنَ الْاَرْبَعِيْنَ وَكُلَّمَا مَاتَ الْوَاحِدُ مِنَ الْاَرْبَعِيْنَ اَبْدَلَ اللّٰهُ مَكَانَهٗ مِنَ الثَّلٰثِمِأَةِ وَكُلَّمَامَاتَ الْوَاحِدُ مِنَ الثَّلٰثِمِأَةِ اَبْدَلَ اللّٰهُ مَكَانَهٗ مِنَ الْعَامَّةِ- بِهِمْ يَدْفَعُ الْبَلَاءُ عَنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ- رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ

www.sunnibarta.com

مَرْفُوْعًا (مِرْقَاتْ)

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে মারফু সূত্রে নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ "আল্লাহ তায়ালার এমন তিনশ জন খাস বান্দা রয়েছেন- যাদের কলব (হাল) হযরত আদম আলাইহিছ ছালামের কলবের (হালের) উপর প্রতিষ্ঠিত। আরও সাতজন আছেন- যাদের কলব (হাল) হযরত ইব্রাহীম আলাইহিছ ছালামের কলবের (হালের) উপর প্রতিষ্ঠিত। আরও পাঁচজন আছেন- যাদের কলব হযরত জিবরাঈল আলাইহিছ ছালামের কলবের উপর প্রতিষ্ঠিত। আরও তিনজন আছেন- যাদের কলব হযরত মিকাইল আলাইহিছ ছালামের কলবের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। আরও একজন আছেন- যার কলব হযরত ইসরাফীল আলাইহিছ ছালামের কলবের উপর প্রতিষ্ঠিত। উক্ত ৩৫৬ জনের মধ্যে সর্বোচ্চজন ইনতিকাল করলে, আল্লাহ তায়ালা নিম্নস্থ তিনজন থেকে ঐ স্থান পূরণ করেন। তিনজনের মধ্যে একজন ইনতিকাল করলে পাঁচজন থেকে, পাঁচজনের কেউ ইনতিকাল করলে সাতজন থেকে, সাতজনের কেউ ইনতিকাল করলে চল্লিশজন থেকে, চল্লিশজনের কেউ ইনতিকাল করলে তিনশজন থেকে, তিনশজনের কেউ ইনতিকাল করলে সাধারণ অলীগণের মধ্য হতে উপরের স্থানসমূহ পূরণ করেন। তাঁদের উছিলায়ই আমার এই উম্মতের বালা মুসিবত দূর করা হয়ে থাকে" (ইবনে আছাকির ও মিরকাত, মিশকাত হাশিয়া)। তাঁদেরকে আউলিয়ায়ে মুতাছাররিফীন বলা হয়।

١٥। اِذَا تَجَرَّدَتِ النُّفُوْسُ الْقُدْسِيَّةُ مِنَ الْعَلَائِقِ الْبَدَنِيَّةِ اِتَّصَلَتْ اِلَى الْمَلَاءِ الْاَعْلٰى وَتَسِيْرُ فِيْ اَقْطَارِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ حَيْثُ تَشَاءُ وَتَرٰى وَتَسْمَعُ الْكُلَّ كَالْمُشَاهِدِ- (مِرْقَاتْ وَتَيْسِيْرْ لِلْعَلَّامَةِ الْمُلَّا عَلِيِّ الْقَارِيْ وَالْعَلَّامَةِ الْمُنَاوِيْ)

"যখন প্রবিত্রাত্মা ও পূন্যাত্মাগন শারিরীক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান- তখন

www.sunnibarta.com

উর্দ্ধ জগতের ফিরিস্তাদের সাথে মিশে যান এবং ইচ্ছানুযায়ী আসমান ও জমিনের সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। তাঁরা চাক্ষুস ব্যক্তিদের ন্যায় সবকিছু দেখতে ও শুনতে পান।" (মোল্লা আলী ক্বারীর মিরকাত ও আল্লামা মানাভীর তাইছির)। ওলীগণের এ অবস্থা হলে নবীজীর অবস্থা কতটুকু বেশী- তা সহজেই অনুমেয়। এজন্যই তিনি হাযির ও নাযির।

١١। مَنْ نَادَنِيْ بِاسْمِيْ فِيْ كُرْبَةٍ كُشِفَتْ- وَمَنِ اسْتَغَاثَ بِيْ فِيْ شِدَّةٍ فُرِجَتْ- وَمَنْ تَوَسَّلَ بِيْ اِلَى اللّٰهِ فِيْ حَاجَةٍ قُضِيَتْ (بَهْجَةُ الْاَسْرَارْ)

"যে ব্যক্তি আমার (বড়পীর) নাম ধরে ডাক দিয়ে তার পেরেশানীতে সাহায্য চাইবে, তার পেরেশানী দূর হবে। আর যে ব্যক্তি কঠিন বিপদে পড়ে আমার রূহানী সাহায্য প্রার্থনা করবে, তার বিপদ দূর হবে। আর যে ব্যক্তি আমার উছিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাইবে, তার বাসনাও পূর্ণ হবে"। (গাউসুল আ'যম আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর উক্তি- বাহ্জাতুল আছরার)।

١٢। اِنَّ السُّعَدَاءَ وَالْاَشْقِيَاءَ لَيُعْرَضُوْنَ عَلٰى عَيْنَيَّ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ وَعِزَّةِ رَبِّيْ لَاَنِّيْ غَامِصٌ فِيْ بِحَارِ عِلْمِ اللّٰهِ- (بَهْجَةُ الْاَسْرَارْ)

"সব নেককার ও বদকার আমার দৃষ্টিতে ভাসমান। আর আমার দৃষ্টি লওহে মাহ্ফুযে। আমার প্রতিপালকের মর্যাদার শপথ- আমি আল্লাহর এলেমের সমুদ্রের ডুবুরী" (বাহ্জাতুল আছরার)।

١٣। قَالَ السَّيِّدُ جَمَالُ مَكِّيٌّ فِيْ فَتَاوَاهُ سُئِلْتُ عَمَّنْ يَّقُوْلُ فِى الشَّدَائِدِ- يَارَسُوْلَ اللّٰهِ- اَوْيَا شَيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيُّ شَيْئًا لِلّٰهِ- اَوْيَاعَلِيُّ- هَلْ هُوَ جَائِزٌاَمْ لَا؟ فَقُلْتُ نَعَمْ هُوَاَمْرٌ مَّشْرُوْعٌ وَشَيْءٌ مَّرْغُوْبٌ لَّايُنْكِرُهُ

www.sunnibarta.com

إِلَّا متكبّر او معاند وهو محروم عن فيوض الاولياء الكرام وبركاتهم -

"সৈয়দ জামাল মক্কী (রহঃ) তাঁর ফতোয়াতে বলেনঃ আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি কঠিন বিপদে পড়ে যদি রুহানী সাহায্যের আশায় 'ইয়া রাসূলাল্লাহ', অথবা 'ইয়া শেখ আব্দুল কাদের জিলানী শাইয়ান লিল্লাহ', অথবা 'ইয়া আলী' বলে সাহায্য চায়- তা হলে জায়েয হবে কিনা ও উত্তম কিনা? তদুত্তরে আমার মত হচ্ছে, এরূপ সাহায্য চাওয়া শরীয়ত মোতাবেক জায়েয ও উত্তম কাজ। অহংকারী অথবা বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতিত কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না। সেই ব্যক্তি নিশ্চয় আউলিয়ায়ে কেরামের ফয়েয ও বরকত থেকে বঞ্চিত"- সৈয়দ জামাল মক্কী (মক্কার মুফতী)।

১৪। আল্লাহর এলেমে মানুষের এমন কিছু তাকদীর আছে- যা কোন কারণে পরিবর্তন হতে পারে। এমন তাক্বদীর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার অলৌকিক ক্ষমতা আল্লাহ্ পাক হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-কে দান করেছেন।" (মকতুবাতে ইমামে রাব্বানী ৩য় খন্ড- মাকতুব নং-১২৩)

(হাদীস শরীফে এসেছে- "লা ইয়ারুদ্দুল ক্বাযা ইল্লা বিদ্‌দুয়া"। অর্থাৎ- তাক্বদীর একমাত্র দোয়ার দ্বারাই পরিবর্তণ হতে পারে। হযরত গাউছুল আযমের দোয়ায়ও তাক্বদীর পরিবর্তণ হয়।)

গাউছুল আযম হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর মাযার শরীফ।

www.sunnibarta.com

১০টি প্রশ্ন

বখেদমতে হযরতুল আল্লামা হাফেয মাওলানা আবদুল জলিল সাহেব

অধ্যক্ষ, কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

প্রশ্ন ঃ নিম্নলিখিত মাসআলা সমূহ সম্পর্কে শরিয়তের মুফতীগণের রায় কি? কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াছের আলোকে সমাধান দিতে হুযুরের মর্জি হয়। প্রশ্নগুলো হলো।

১। উরস শরীফ জায়েয কিনা? কোন সাহাবীর উরস পালন করা হতো কিনা? উরস শরীফ ও ইছালে সাওয়াবের মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা? উরস বিরোধীগণের দলীল যদি থাকে, তাহলে তার জবাব কি?

২। মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর দেশ সফর করা যায়েয আছে কিনা? যিয়ারত বিরোধীদের দলীলের জবাব কি?

৩। আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার পাকা করা, ছাদ ও গম্বুজ তৈরী করা এবং চতুষ্পার্শে দেয়াল দেয়া জায়েয কিনা?

৪। মাযারে বাতি জ্বালানো অথবা আলোকসজ্জা করা জায়েয আছে কিনা?

৫। মাযারে পুষ্পমাল্য অর্পণ, গিলাফ চড়ানো ও আতর গোলাপ ছিটানো জায়েয আছে কিনা?

৬। বরকত লাভের জন্য ভক্তি করে মাযার চুম্বন এবং মাযার থেকে ফয়েয লাভের উদ্দেশ্যে মাযারের চতুষ্পার্শে নিছবতের তাওয়াফ করা বা মাযার প্রদক্ষিন করা জায়েয কিনা?

৭। আউলিয়ায়ে কেরামের নিকট রূহানী সাহায্য চাওয়া- অর্থাৎ উস্‌তেমদাদ, ইস্‌তিগাছা ও ইস্‌তিয়ানাত জায়েয কিনা?

৮। অলী-আল্লাহগনের উদ্দেশ্যে বা তাঁদের নামে মানত করা জায়েয কিনা?

৯। ফয়েয ও বরকত লাভের জন্য অথবা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারে মেয়েলোকদের গমন করা ও সফর করা জায়েয কিনা?

১০। মাযার যিয়ারতের নিয়ম কি? মুনাজাত ও দোয়া কোন্ দিকে ফিরে করতে হবে? মাযারবাসীর কাছে কিছু চাওয়া জায়েয আছে কিনা? কোন্ নিয়মে চাইতে হবে?

আরয গুযার

হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসিন,

১৭৬/এ,এপারমেন রোড, মূলমেন, বার্মা।

সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ ইং।

www.sunnibarta.com

সংক্ষিপ্ত জবাব

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ তায়ালার জন্য অজস্র প্রশংসা, যিনি কোরআন সুন্নাহর আলোকে উত্তম প্রথা আবিষ্কারককে সম্মানিত করেছেন এবং নিকৃষ্ট প্রথা আবিস্কারককে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম -এর উপর, যিনি কোরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে উত্তম প্রথা প্রচলনকারীর জন্য দুইটি পুরস্কার ঘোষণা করেছেন- একটি হচ্ছে উত্তম প্রথা আবিস্কারের জন্য এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে উক্ত প্রথা আমলকারীদের সমপরিমান সাওয়াব। অনুরূপভাবে মন্দ প্রথা প্রচলনকারীর জন্যও দুইটি শাস্তির কথা তিনি ঘোষণা দিয়েছেন। উক্ত হাদীসখানা মুসলিম শরীফে ও মিশকাত শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সুত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না এবং তাঁর ঘোষণাই চূড়ান্ত ঘোষণা!

প্রশ্নকারী হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব (বার্মা) উপরোক্ত ১০টি বিষয়ে প্রশ্ন রেখেছেন এবং শরীয়ত অনুযায়ী দলীল ও প্রমানাদি সহ মুফতীগণের ফতোয়া তলব করেছেন। তাঁর জিজ্ঞাসা অনুযায়ী উক্ত ১০টি বিষয়ই শরীয়ত মোতাবেক মুফতীগণের ফতোয়া অনুযায়ী জায়েয ও বৈধ এবং উত্তম। একমাত্র অহঙ্কারী অথবা হঠকারী ব্যক্তি ছাড়া এগুলো কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা। আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে প্রশ্নের ক্রম অনুসারে ১০টি অধ্যায়ে ১০টি প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হলো।

অধম

মুহাম্মদ আবদুল জলিল

ফতোয়া দাতা

www.sunnibarta.com